২৪ ঘণ্টায় ঢাকা মেডিকেলের করোনা ইউনিটে ২৩ জনের মৃত্যু

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ইউনিটে করোনা উপসর্গ নিয়ে একদিনের ব্যবধানে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার রাত পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় নারীসহ ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে ৭ জনের করোনা পজিটিভ ছিল।

এ নিয়ে গত ৩০ দিনে ঢাকা মেডিকেলের করোনা ইউনিটে করোনা ও করোনা উপসর্গ নিয়ে ২৬৬ জনের মৃত্যু হল।

হাসপাতাল সূত্রে মৃতরা হলেন- নজরুল ইসলাম (৫৮), কান্চি লাল দাস (৭৫), মাজেদা বেগম (৬৫), হুমায়ুন (৫০), জাকারিয়া (৬০), মোতালেব (৫২), ফুলচাঁন শেখ (৩৮), হাফিজা খাতুন (৩৫), হারিছ মিয়া (৭৮), আব্দুল লতিফ (৬২), দেলোয়ার হোসেন (৫৬), সোহেল (৪২), বিশাসাখা (৪৫), মুকুল বেগম (৪৫), একরামুল হক (৬০), সুভাষ (৬৫), আব্দুর রহমান (৫২), তোরাব হোসেন (৬৫), নওশের আলী (৮১), হাবিবুর রহমান (৫০), আব্দুস সাত্তার মুন্সী (৬৫) আব্দুল গাফ্ফার (৫৬) ও ফারুকউজ্জামান (৪৫)। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

দেশে ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আরও ২৮ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ১৭৬৪ জন

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও ২৮ জনের মৃত্যু, নতুন করে আরও ১৭৬৪ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে।

আজ দুপুরে নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপরিচালক) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানান।

মেহেরপুরে ২ সপ্তাহের ব্যবধানে ৪ খুন

মেহেরপুর জেলায় গত ২ সপ্তার ব্যবধানে ৪ জনকে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে গাংনী উপজেলায় তিনটি ও মেহেরপুর সদরে একটি। পরকিয়া ও জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরেই এইসব হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

গত ১৯ মে মেহেরপুর সরদ উপজেলার পুরাতন দরবেশপুর গ্রামের শাহাজাহান এর ছেলে সুজন হত্যার ঘটনা ঘটে। পরিবারের অভিযোগ ছিল চাচাতো ভাবি শিরিনা খাতুনের সাথে অবৈধ সম্পর্কের কারনে খুন হয় সুজন। এ ঘটনায় ভাবি শিরিনা ও সুজনের বউ কাকলিকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে কাকলিকে ছেড়ে দেওয়া হলেও শিরিনা খাতুন রয়েছে জেল হাজতে ।

গত ১৬ মে গাংনী উপজেলার কাজিপুরে লিচু বাগান দখল করাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের ২জনকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। মৃতরা হলেন ইসমত কবির ডাবলু ও অপর পক্ষের সানারুল। এঘটনায় নিহত ইসমত কবির ডাবলুর মা ইসলামা খাতুন বাদি হয়ে গাংনী থানায় ১০ জন নামীয় ও অজ্ঞাত আরও ২-৩ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করেন। অপরদিকে নিহত সানারুলের স্ত্রী রশিদা বেগম বাদি হয়ে ২ জনকে আসামী করে একই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তবে এ খুনের ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কেউ আটক হয়নি।

গত ২৮ মে গাংনীর বামুন্দির একটি বাসা থেকে সুন্দরী নামের এক পরিছন্নকর্মির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। সেই সাথে একই বাড়ি থেকে সুন্দরীর স্বামী রুস্তম আলীকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ঘটনার ৪৮ ঘন্টা পার হলেও এখনো রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। নিহত সুন্দীরর মামা বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা অভিযোগ দায়ের করেছে বলে জানান ওসি ওবাইদুর রহমান।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম বলেন, মেহেরপুরে যেসব খুনের ঘটনা ঘটেছে সেটা মূলত সামাজিক অস্থিরতার কারনে। পারিবারিক ও জমিজমা সংক্রন্ত বিষয়ের জের ধরেই এই খুনগুলো হয়েছে। গাংনীর বামুন্দিতে যে লাশ উদ্ধার হয়েছে সেটি বাদে অন্য খুনের

রহস্য সবারই জানা আছে। এজন্য আসামীরা আত্মগোপন করে আছে। তবে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি বামুন্দি খুনের রহস্য উদঘাটন ও অন্য খুনের সাথে জড়িত আসামীদের দ্রæত আটক করে আইনের আওতায় আনা হবে।

মেপ্র/এমএফআর

১৫ জুন পর্যন্ত মানতে হবে যে ১৫ শর্ত

কোভিড-১৯ সংক্রমণের মাঝেই সাধারণ ছুটি না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর ফলে আগামীকালই শেষ হচ্ছে ছুটি। ৩১ মে থেকে চালু হচ্ছে অফিস-আদালত। সীমিত পরিসরে গণপরিবহণও চলবে।

এই সময়ে জনসাধারণের চলাচল সীমিতসহ ১৫ শর্ত দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

প্রজ্ঞাপনে যে ১৫ শর্ত দেয়া হয়েছে সেগুলো নিম্নরুপ

১. ৩১ মে ২০২০ থেকে ১৫ জুন ২০২০ পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে। ৫, ৬, ১২ ও ১৩ জুন ২০২০ সাপ্তাহিক ছুটি এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
২. নিষেধাজ্ঞাকালে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় জনসাধারণের চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকবে। প্রতিটি জেলার প্রবেশ ও বহির্গমন পথে চেকপোস্টের ব্যবস্থা থাকবে। জেলা প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় এ নিয়ন্ত্রণ সতর্কভাবে বাস্তবায়ন করবে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধকল্পে চলাচলে নিষেধাজ্ঞাকালে জনগণকে অবশ্যই ঘরে অবস্থান করতে হবে। রাত ৮টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত অতীব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া (প্রয়োজনীয় ক্রয়-বিক্রয়, কর্মস্থলে যাতায়াত, ওষুধ ক্রয়, চিকিৎসাসেবা, মৃতদেহ দাফন/সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে আসা যাবে না। তবে সর্বাবস্থায়ই বাইরে চলাচলের সময় মাস্ক পরিধানসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। অন্যথায় নির্দেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা

নিতে হবে।

৩. নিষেধাজ্ঞাকালীন জনসাধারণ ও সব কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের জারি করা নির্দেশমালা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
৪. হাটবাজার, দোকানপাটে ক্রয়-বিক্রয়কালে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে। শপিংমলের প্রবেশমুখে হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। শপিংমলে আগত যানবাহনগুলোকে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। হাটবাজার, দোকানপাট এবং শপিংমলগুলো আবশ্যিকভাবে বিকেল ৪টার মধ্যে বন্ধ করতে হবে।
৫. আইনশৃঙ্খলা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা এবং জরুরি পরিষেবা, যেমন—ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্যসেবা, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরগুলোর (স্থলবন্দর, নদীবন্দর এবং সমুদ্রবন্দর) কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাক সেবাসহ অন্যান্য জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসগুলো, তাদের কর্মচারী ও যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতাবহির্ভূত থাকবে।

৬. সড়ক ও নৌপথে সকল প্রকার পণ্য পরিবহনের কাজে নিয়োজিত যানবাহন (ট্রাক, লরি, কার্গো ভেসেল প্রভৃতি) চলাচল অব্যাহত থাকবে।

৭. কৃষিপণ্য, সার, বীজ, কীটনাশক, খাদ্য, শিল্পপণ্য, রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের মালামাল, কাঁচাবাজার, খাবার, ওষুধের দোকান, হাসপাতাল ও জরুরি সেবা এবং এসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

৮. চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও কর্মী এবং ওষুধসহ চিকিৎসা সরঞ্জাম বহনকারী যানবাহন ও কর্মী, গণমাধ্যম (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া) এবং কেবল টিভি নেটওয়ার্কে নিয়োজিত কর্মীগণ এ নিষেধাজ্ঞার আওতাবহির্ভূত থাকবেন।
৯. ওষুধশিল্প, কৃষি এবং উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো, উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী শিল্পসহ সব কলকারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে চালু রাখতে পারবে। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন শিল্পকারখানায় স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে নির্দেশনা প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

১০. নিষেধাজ্ঞাকালীন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা রাখা যাবে না। তবে অনলাইন কোর্স/ডিস্টেন্স লার্নিং অব্যাহত থাকবে।
১১. ব্যাংকিং ব্যবস্থা পূর্ণভাবে চালু করার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

১২. সব সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি অফিসগুলো নিজ ব্যবস্থাপনায় সীমিত পরিসরে খোলা থাকবে। ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি, অসুস্থ কর্মচারী এবং সন্তান সম্ভবা নারীগণ কর্মস্থলে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকবেন। এ ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণের জন্য স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ থেকে জারীকৃত নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্র ব্যতীত সব সভা ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে আয়োজন করতে হবে।

১৩. উক্ত নিষেধাজ্ঞাকালে কেউ কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবে না। উক্ত সময়ে শর্তসাপেক্ষে সীমিত পরিসরে সংখ্যক যাত্রী নিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত বিধি নিশ্চিত করে গণপরিবহন, যাত্রীবাহী নৌযান ও রেল চলাচল করতে পারবে। তবে সর্বাবস্থায় মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা কঠোরভাবে মেনে নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবে;
১৪. বিমান কর্তৃপক্ষ নিজ ব্যবস্থাপনায় বিমান চলাচলের বিষয় বিবেচনা করবে।

১৫. এই নিষেধাজ্ঞাকালে সব ধরণের সভা-সমাবেশ, গণজমায়েত, অনুষ্ঠান আয়োজন বন্ধ থাকবে। মসজিদ, মন্দির ও সব ধরণের প্রার্থনালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নামাজ আদায় ও প্রার্থনা অব্যাহত থাকবে।

প্রসঙ্গত, দেশে ৮ মার্চ প্রথম করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে।এর ১০ দিন পর প্রথম মৃত্যু হয় এই ভাইরাসে।বৃহস্পতিবার পর্যমন্ত দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫৫৯ জনের।আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ হাজার ৩৭১ জনে। সূত্র-যুগান্তর

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আরও ১৫ জনের মৃত্যু

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২০২৯ জনের করোনা শনাক্ত

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ২০২৯ জনের করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা।

চীনের উহান শহর থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস এখন গোটা বিশ্বে তাণ্ডব চালাচ্ছে। এ ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৫৫ লাখ ১৭ হাজারেরও বেশি মানুষ।

মৃতের সংখ্যা তিন লাখ ৪৭ হাজার প্রায়। তবে সাড়ে ২৩ লাখের বেশি রোগী ইতোমধ্যে সুস্থ হয়েছেন। বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ।

সীমিত আকারে চালু হচ্ছে

গণপরিবহন

৩১ মে থেকে সীমিত আকারে চালু হচ্ছে গণপরিবহন। সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪ টা প্রর্যন্ত চলবে এই গণপরিবহন। তবে অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধী মেনে স্বল্প সংখ্যাক যাত্রী নিয়ে এই পরিবহন চলবে।

এর আগে জানানো হয়, ৩১ মে থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে অফিস। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গণপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী। আগামীকাল সকালে এবিষয় প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখতে সীমিত পরিসরে সব অফিস খোলা রাখতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

তিনি বলেন, রাত আটটা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত আগের মতো চলাচল সীমিত থাকবে। হাটবাজার দোকানপাট বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলবে।

সূত্র – বিডি ২৪ লাইভ
মেপ্র/এমএফআর

ঈদ আনন্দে মদ পান করে স্বামী- স্ত্রীসহ ৬ জনের মৃত্যু

ঈদ আনন্দে দিনাজপুরে বিরামপুরে নেশাজাতীয় বিষাক্ত এ্যালকোহল খেয়ে নারীসহ ৬ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া কয়েকজন গুরুত্বর অসুস্থ হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ওই এলাকার ‘পল্লী হোমিও হল’ এর সত্ত্বাধিকারি ডা. আব্দুল মান্নানকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।

বুধবার ভোর রাতে বিরামপুর পৌরশহরের ৬নং ওয়ার্ডের মাহমুদপুর এলাকায় ৩ জন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায়

শহরের হঠাৎপাড়া এলাকার ২ জন মারা যান। দুপুর সাড়ে ৩ টায় দিনাজপুর এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজন মারা যান।
নিহতরা হলেন, বিরামপুর পৌরশহরের মাহমুদপুর এলাকার আনোয়ারুল ইসলামে ছেলে আব্দুল মতিন (২৭), তোজাম্মেল হোসেন এর ছেলে আজিজুল ইসলাম (৩৩) একই এলাকার সুলতান মাহমুদ এর ছেলে মহসিন আলী (৩৮)। হঠাৎপাড়া এলাকার শফিকুল ইসলাম (৪৫) ও তার স্ত্রী মঞ্জুয়ারা (৩৫) এবং শহরের ইসলাম পাড়া এলাকায় তাপস কুমার এর ছেলে অমৃত রায়(২৫)।

এছাড়াও আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন, জালাল উদ্দিন এর ছেলে আব্দুর সাত্তার (৩৭), শহিদুল ইসলামের ছেলে হৃদয় (২১), গোলাম মোস্তফার ছেলে জার্জেস শাহ (৩৮), আব্দুল আজিজ এর ছেলে সোহেল রানা (৩০)। এরা সবাই বিরামপুর পৌরশহরের মামুদপুর এলাকার বাসিন্দা।

মৃত মহসিন আলীর বাবা সুলতান মাহমুদ বলেন, আমার ছেলে শহরের পরিবহন শ্রমিকের কাজ করত। সে নিয়মিত মদ পান করত। সে ঈদের রাতেও মদ পান করে বাসায় আসলে পরিবারের লোকজন বকাঝকা করে। পরে মঙ্গলবার রাতে এলাকার বেশ কয়েক যুবকের সঙ্গে আবারো সে মদ পান করে বাড়িতে আসে। ভোর রাতে হঠাৎ সে অসুস্থ হলে তাকে বিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে তার শরীরের অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেলে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

অসুস্থ সোহেল রানার ভাই মো. হাবিবুর রহমান হাবিব বলেন, এই এলাকার কিছু ছেলে অনেক দিন থেকেই নিয়মিত বিষাক্ত এ্যালকোহল পান করত। মঙ্গলবার রাতে কয়েক বন্ধু মিলে বেশি পরিমানে বিষাক্ত এ্যালকোহল পান করার কারণে একই এলাকার তিনজন মারা যান। গুরুত্বর অসুস্থ রয়েছেন কয়েকজন।

বিরামপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সোলায়মান হোসেন মেহেদি বলেন, বুধবার ভোরে বিষাক্ত এ্যালকোহল খেয়ে গুরুত্বর অসুস্থ অবস্থায় ৫ ব্যক্তি চিকিৎসা নিতে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন। এদের মধ্যে তিনজন রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে এবং বুধবার দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বামী-স্ত্রীসহ আরও দুইজন মারা যান।
এদিকে, আজ বিকালে ইসলাম পাড়া এলাকায় অমৃত রায় নামে আরো এক যুবক মারা যান।

বিরামপুর পৌর মেয়র লিয়াকত আলী সরকার টুটুল বলেন, আমি বিষয়টি শুনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তির আওতায় আনতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বিরামপুর থানার ওসি মো.মনিরুজ্জামান মনির বলেন, এ্যালকোহল পানে স্বামী-স্ত্রীসহ বিরামপুর উপজেলার ৬ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ৫ জনের লাশ উদ্ধার করে দিনাজপুর এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। রিপোর্ট পাওয়া গেলে আসল ঘটনা জানা যাবে। তবে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে তারা সবাই বিষাক্ত এ্যালকোহল খেয়ে মারা গেছেন।

বিরামপুর সার্কেলের সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার মিথুন সরকার বলেন, একদিনে ৬ জনের মৃত্যু এটি একটি মর্মান্তিক ঘটনা। এ ঘটনার সন্দেহে এক পল্লী চিকিৎসককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

ছুটি আর বাড়ছে না

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে চলমান সাধারণ ছুটি আর বাড়ছে না। দীর্ঘ ৬৭ দিন বন্ধ থাকার পর আগামী ৩১ মে থেকে স্বাস্থ্যবিধিসহ কিছু নিয়ম মানা সাপেক্ষে খুলছে সরকারি অফিস।

বুধবার (২৭ মে) জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। জানা গেছে, বয়স্ক, অসুস্থ ও গর্ভবতী নারীরা আপাতত অফিসে আসবেন না, গণপরিবহনও বন্ধ থাকবে।

আগামী ১৫ জুন পর্যন্ত স্কুল, কলেজ বন্ধ থাকবে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

আরও ২২ কোভিড রোগীর মৃত্যু, আক্রান্ত ১৫৪১

এই সময়ে ১ হাজার ৫৪১ জন কোভিড রোগী শনাক্ত হয়েছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে।

এ নিয়ে দেশে মোট কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হলেন ৩৮ হাজার ২৯২ জন এবং মারা গেলেন ৫৪৪ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩৪৬ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ৭ হাজার ৯২৫ জন।

বুধবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৭ হাজার ৮৪৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। আগেরসহ মোট ৮ হাজার ১৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

‘এর মধ্যে ১ হাজার ৫৪১ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছেন ২২ জন। এর মধ্যে ২০ জন
পুরুষ ও ২ জন নারী।’

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩৪৬ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ৭ হাজার ৯২৫ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ২০.৭০ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১.৪২ শতাংশ।

ডা. নাসিমা আরও জানা, বয়স বিশ্লেষণে ০-১০ বছরের মধ্যে একজন, ২১-৩০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ৭ জন এবং ৭১-৮০ বছরের একজন মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বিভাগভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১০ জন, চট্টগ্রামে ১০ জন ও সিলেটে ২ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ২১ জন ও বাসায় একজন মারা গেছেন।

জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যানে ঢাকা জেলায় ৩ জন, মুন্সীগঞ্জে একজন,

নরসিংদীতে একজন, চট্টগ্রাম জেলায় ২ জন, নোয়াখালীতে ২ জন, কুমিল্লায় ২ জন, কক্সবাজারে একজন, চাঁদপুরে ২ জন, সিলেট জেলায় একজন ও মৌলভীবাজারে একজন মারা গেছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটিট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।